নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃ: ৮৩-৯৬
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ছিটমহল ও স্থানকেন্দ্রিক জাতি-রাষ্ট্র ধারণার সংকট[১]

মোঃ ইব্রাহীম খালেদ*

ভূমিকা

সমসাময়িক একাডেমিক আলোচনায় ব্যক্তির পরিচিতি বোঝার ক্ষেত্রে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাসমূহ প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে প্রায় সব জাতি-রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনায় জাতি-রাষ্ট্রকে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বা সীমানার মধ্যে নির্মিত বা কল্পনা হিসাবে ধরা হয় (Krishna, 1999)। কিন্তু ছিটমহলের মানুষের জীবন আমাদের এমন একটি বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যে বাস্তবতায় স্থানকে কেন্দ্র করে জাতি-রাষ্ট্রের যে ধারণাসমূহ রয়েছে তা অকার্যকর হিসাবে ধরা দেয়। ছিটমহলের মানুষের জীবন প্রক্রিয়া আমাদের দেখায়, তারা রাষ্ট্রের মূল ভূ-খন্ডে হতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করায় তারা তাদের আইনতঃ রাষ্ট্রের সাথে একাত্ম হতে পারছে না। এই একাত্মতা রাজনৈতিকভাবে যেমন হচ্ছে না তেমনি মতাদর্শিকভাবেও হচ্ছে না। কেননা দূরে থাকা মূল ভূ-খন্ডের মানুষের সাথে তারা মিশতে পারছে না। আবার যে রাষ্ট্র তাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে সে রাষ্ট্রের সাথেও তারা একাত্ম হতে পারছে না। সে রাষ্ট্রের আইন তাদের বারবার তাদের মনে করিয়ে দেয় যে তোমরা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। এই অবস্থায় তারা নিজেদের পরিচিতিকে কোথাও খুঁজে পায় না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থান ছিটমহলের মানুষের পরিচয় দিতে পারে না। ঠিক এই কারণেই আবার ছিটমহলের মতো বিষয় যেখানে ব্যক্তির স্থানিক পরিচয় নির্ধরিণ সমস্যাজনক, সে প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাগুলো অর্পযাপ্ত হয়ে উঠে।

এই আলোচনায় ছিটমহলবাসীর স্থান কেন্দ্রিক পরিচয় নির্ধারণের সংকটটি তুলে ধরার মাধ্যমে দেখানো হবে জাতি-রাষ্ট্রের প্রচলিত ধারণাসমূহ কিভাবে ছিটমহলের প্রেক্ষাপটে অকার্যকর হয়ে উঠে। এজন্য আমাদের প্রথমেই জানা প্রয়োজন ছিটমহল বলতে কি বোঝায় এবং তাদের পরিচয়গত সংকটের স্বরূপটিই বা কেমন।

ছিটমহলের ধারণায়ন ও পরিচয়গত সংকটের স্বরূপ

ছিটমহল প্রত্যয়টি ভারত-বাংলাদেশে বহুল পরিচিত। ছিটমহল প্রত্যয়টি ২টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ছিট + মহল। ছিট শব্দটির একই রকম দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হচ্ছে অংশ অন্যটি হচ্ছে 'খন্ড' (Rabbani, 2006)। তার মানে ছিট বলতে কোন খন্ডিত, বা বিচ্ছিন্ন অংশকে বোঝায়। অন্যদিকে 'মহল' বলতে প্রশাসনিকভাবে ভূমির ছোট অংশকে বোঝায় (Rabbani, 2006)। এই অংশটি মৌজা হতে পারে আবার মৌজা থেকে ছোট কোন অংশ হতে পারে। এমনকি মৌজা থেকে বড় হতে পারে। তাই ছিটমহল বলতে বোঝায় কোন রাষ্ট্র বা রাজ্যের এক বা একাধিক যে অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে[২]। ইংরেজীতে ছিটমহলকে বোঝাতে দুটি

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mikhalad@gmail.com

ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয় enclve ও exclave রাজনৈতিক ভূগোলের মতে কোন দেশ বা তার কোন অংশ যদি সম্পূর্ণভাবে অন্য রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত থাকে তবে তাকে enclave বলে। অর্থাৎ কোন দেশের একটি অংশকে যদি অন্য রাষ্ট্র চারদিক দিয়ে ঘিরে রাখে তবে ঐ অংশকে ঘিরে রাখা রাষ্ট্রের enclave বলা হয়। অন্যদিকে যেই রাষ্ট্রের অংশটি অন্য রাষ্ট্র ঘিরে রেখেছে সেই রাষ্ট্রের সাপেক্ষে ঐ অংশটিকে exclave বলা হয়[৩]।

এই আলোচনাটি ২০০৭ সালের নিজ মাঠকর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে করা। যেখানে দেখা যায় যে, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকায় ছিটমহলে বসবাসকারীদের জীবন হয় এমন এক জীবন যেখানে রাষ্ট্রীয় পরিচয় কেবল আইনগতভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানকার মানুষ পরগাছার মতো অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা থেকে তারা থাকে বঞ্চিত। অথচ তাদের থেকে কিছু দূরের মানুষই এই সকল সুযোগ সুবিধা পায়। এই অবস্থায় ছিটমহলের অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে অকার্যকর হিসাবে খুঁজে পায়। কোনটাকে সে নিজের দেশ বলবে এটা তার কাছে পরিষ্কার নয়। আইনতঃ তার যে দেশ সেই দেশ তার কোন খোঁজ নেয় না। সেই দেশের পক্ষে সম্ভবও না এমন কিছু মানুষের খোঁজ রাখা, যারা কিনা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ঐ মানুষগুলোর কাছে যেতে হলে রাষ্ট্রকে অন্য একটি রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। এটি আবার অন্য রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ ছিটমহলটি অবস্থিত সেই রাষ্ট্রও ঐ মানুষগুলোর দায়িত্ব নিতে বাধ্য নয়। এর কারণ ঐ মানুষগুলো সে রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। তাই ছিটমহলের মানুষ পড়ে যায় রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সংকটে।

Willem van Schandel(2002) এর "Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves" তার কাজে ছিটমহলের মানুষের পরিচয়গত সংকটের ক্ষেত্রে চলাচলের অধিকার হারানোর উপর গুরুত্ব দেন। তিনি দেখান যে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ছিটমহলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্থ হয়। তারা তাদের অর্থনৈতিক পণ্য বৈধভাবে ছিটমহলের বাইরে বিক্রি করতে পারতো না। যদি সে তা করে তবে সে চোরাকারবারি হিসেবে বিবেচিত হতো। আবার ছিটমহলের যেসব বাসিন্দাদের ছিটমহলের বাইরে জমি ছিল তা তারা বৈধভাবে চাষাবাদ করতে পারত না। বেঁচে থাকার স্বার্থে তাদের অবৈধ ও চোরাকারবারি হতে হয়। সেন্দেল দেখান যে, চলাচলের অধিকারে সবচেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি করে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ছিটমহলে কোন পাসপোর্ট অফিস ছিল না। তাই পাসপোর্ট করার জন্য ছিটমহলবাসীকে বিনা পাসপোর্টে অন্য দেশ অতিক্রম করে চেকপোস্ট দিয়ে নিজের দেশে ঢুকতে হতো। তাই বৈধ চলাচলের জন্য তাদের প্রথমে অবৈধ হতে হয়। রাষ্ট্র বাধা দিলে তারা নিজ ভূখন্ডেই বন্দি হয়ে পড়ে। তিনি দেখান যে বিদেশি অভিযোগে ছিটমহলের মানুষকে ছিটমহলের বাইরে যেতে দেয়া হতো না। তারা প্রতিনিয়ত হেনস্থা হতো ও ঘুষ দিতে বাধ্য থাকতো।

কিন্তু চলাচলের অধিকার হারানোই কেবল ছিটমহলের মানুষদের পরিচয়গত সংকটক তুলে ধরতে পারে না। দেখার বিষয় ছিটমহলের মানুষ তার আইনতঃ রাষ্ট্রে চলাচল করতে চায় কিনা। ছিটমহলের মানুষ এবং ছিটমহলের বাইরের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা সেখানে খুব কঠিন। ছিটমহল ও ছিটমহলের বাইরের লোকের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকে। এই প্রেক্ষাপটে আইনতঃ দেশে যাওয়া বরং তাকে তার চারপাশের মানুষের কাছে 'ভিলেন' করে তুলতে পারে। কেননা একটি সমাজে থেকে অন্য সমাজের সাথে একাত্মতা করার অর্থ হলো ঐ সমাজকে অবজ্ঞা করা। যার কারণে সে ঐ সমাজে সে 'অন্য' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাতে করে তার সমস্যা আরো বাড়তে পারে।

ছিটমহলবাসীর পরিচয়গত সংকটটি সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা দেয় যখন তাদের রাষ্ট্রের আইনের কাঠামোর মধ্যে আসতে হয়। রাষ্ট্রের আইন তাদের দেখিয়ে দেয় তারা সে রাষ্ট্রের নয়। তারা যে রাষ্ট্রের সে রাষ্ট্র থাকে তার থেকে অনেক দূরে। এই অবস্থায় ছিটমহলের মানুষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তার পরিচয়কে খুঁজে পায় না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটমহলের মানুষ এর আওতায় আসতে পারছে না। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। কিন্তু ভারতের মূল ভূ-খন্ডে না যেতে পারায় তারা ভারত থেকেও জাতীয়তার সনদ সংগ্রহ করতে পারছে না। এই অবস্থায় তারা নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে অকার্যকর হিসাবে খুঁজে পায়। তবে সংকটটা তখনই তীব্রতর হয় যখন এই অকার্যকর রাষ্ট্রীয় পরিচিতির কারণে তারা কোথাও নিজেদের একাত্মতা খুঁজে পায় না। অদ্ভুত এই রাষ্ট্রীয় পরিচিতি না তাদেরকে আপন করে নিয়েছে না তাদেরকে অন্য রাষ্ট্রের কাছে ঠেলে দিয়েছে। বরং এই পরিচিতিই তাদের ছিটমহলের বাইরের মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে বাধা হিসাবে কাজ করে। এই অবস্থায় ছিটমহলের অধিবাসীরা কোথাও তার 'বিলংগিংনেস'কে খুঁজে পায় না। ছিটমহলের অধিবাসীদের পরিচয়গত সংকটের স্বরূপ এখানেই।

ছিটমহলের প্রেক্ষাপটে স্থান কেন্দ্রিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার সীমাবদ্ধতা

ছিটমহলবাসীর পরিচয়গত সংকট স্থান কেন্দ্রিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। রাষ্ট্রীয় সীমানার বিষয়টি তার কাছে দুর্বোধ্য। কারণ, প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় সীমানার বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়তঃ যখন সে রাষ্ট্রীয় সীমানা সর্ম্পকে বুঝতে পারে তখন সে আর নিজের পরিচয়কে সেখানে খুঁজে পায় না। সে যে সঙ্গী, বন্ধু ও মানুষের সাথে পরিচিত হয়, কথা বলে- তাকে বলা হয় এরা তার রাষ্ট্রের মানুষ নয়। সে যে রাষ্ট্রের মানুষ সে রাষ্ট্রের কাউকে হয়তো সে কখোনো দেখেওনি। এই প্রেক্ষাপটে ছিটমহলের মানুষের পরিচিতিকে বুঝতে স্থানকেন্দ্রিক যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাসমূহ রয়েছে তা সীমাবদ্ধ হয়ে উঠে। আলোচনার এই পর্যায়ে সার্বভৌমত্ব, নাগরিকত্ব, জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশোত্তর জাতি-রাষ্ট্রের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্থানকেন্দ্রিক পরিচয় নিয়ে কিছু প্রশ্নের সাথে

ছিটমহলের প্রেক্ষাপটকে যুক্ত করে দেখানো হবে স্থান কেন্দ্রিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাসমূহ ছিটমহলের প্রেক্ষাপটে কতটুকু কার্যকর বা আদৌ কার্যকর কিনা?

সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উপকরণ হিসাবে ৪টি বিষয়কে দেখা হয়- ১। নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড ২। জনসংখ্যা ৩। সরকার ৪। সার্বভৌমত্ব। ছিটমহলে রাষ্ট্রের এই ৪টি উপকরণের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন দেশই তাদের ভূ-খন্ড নির্দিষ্ট করতে পারেনি (Van schandel, 2004)। কোন দেশই তাদের ছিটমহলগুলোর আয়তন নির্দিষ্ট করতে পারেনি। শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করা হয়েছে (Van schandel, 2002)। ছিটমহলগুলোতে যে জনসংখ্যা রয়েছে তার নির্দিষ্ট কোন হিসাব কোন রাষ্ট্রের কাছেই নেই। অন্য দেশের মানুষ এখানে আসছে আবার এখানকার মানুষ অন্যদেশে যাচ্ছে তাই যে জনসংখ্যা রয়েছে তারা কোন দেশকে উপস্থাপন করছে তা পরিস্কার নয়। ছিটমহলগুলো মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এজন্য মূল-ভূখন্ডের প্রশাসনিক কোন কাজই করা সম্ভব নয়। তাই ছিটমহলে মূল-ভূখন্ডের সরকার থাকে অনুপস্থিত।

সর্বশেষে আসে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ছিটমহল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বিরোধিতা করে। ছিটমহলগুলো আইনতঃ যে রাষ্ট্রের অংশ ছিটমহলের উপর সে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষ, সম্পদ কোন কিছুর উপরই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের লোকসভায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলেন-*"বাংলাদেশের ভিতর ভারতীয় ছিটমহলগুলোর উপর নয়া দিল্লির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই"* (হিমেল, জানুয়ারী: ২০০৭)। সরকারের এই ধরণের কথার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যে সব স্থান সার্বভৌমত্ব নেই তাকেই তুলে ধরে। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্বহীনতা ছিটমহলের মানুষকে পরিচয়গত সংকটে ফেলে দেয়। প্রথমে তো রাষ্ট্র বলছে এটি তার এলাকা অথচ সে ছিটমহলের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই অবস্থায় ছিটমহলের মানুষকে পরজীবির মতো অন্য রাষ্ট্রের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে নির্ভর করতে হয়। এই কারণেই ভারতীয় ছিটমহলে ঢালা খাগড়াবাড়ীর আনু চেয়ারম্যান ভেলাম সেন্দেল (২০০২) কে বলেন- *"শুধু আইনের হিসাবে আমরা ইন্ডিয়ান"*[৪]। এই কথাগুলো ছিটমহলের মানুষদের পরিচয়গত সংকটকেই তুলে ধরছে। এই সংকট রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

নাগরিকত্বের প্রশ্ন

জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার সাথে নাগরিকত্বের ধারণা যুক্ত। বলা হয়ে থাকে সব রাষ্ট্রই জনগণকে একটা পরিচিতি দান করে আর তা হচ্ছে ব্যক্তির নাগরিকত্বের পরিচয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সব মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক আর ভারতের সব মানুষ ভারতের নাগরিক। ছিটমহলবাসীর জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে এই নাগরিকত্বের ধারণাকে সমস্যায়িত হিসাবে তুলে ধরে। কারন ছিটমহলের মানুষ আইনতঃ একটি দেশের নাগরিক হয়েও সে

দেশের নাগরিকত্ব পায় না। আবার চারপাশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে যে রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্বও পায় না।

নাগরিকত্বের ধারণার সাথে অধিকার যুক্ত। লিবারেল তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেক নাগরিকের কিছু বৈশ্বিক অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকরা যাতে ঐ অধিকার ঠিকভাবে চর্চা করতে পারে তার নিরাপত্তা দেয়া (Oldfield, 1990: 2)। ছিটমহলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কোন নিরাপত্তাই দিতে পারে না। ছিটমহলের মানুষ তার আইনতঃ দেশে যেতে পারে না। আবার ঐ রাষ্ট্রের কোন প্রশাসনও সেখানে কাজ করে না। এ কারণে ছিটমহলের মানুষ তার আইনতঃ রাষ্ট্রের নাগরিকত্বও দাবী করতে পারে না। সে যেহেতু তার আইনতঃ রাষ্ট্রে যেতেই পারে না তাই নাগরিকত্বের দলিল জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট, রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র ইত্যাদি জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব। আবার ছিটমহলবাসী যে রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে সে রাষ্ট্রও তাকে নাগরিকত্ব দেয় না। বাধ্য হয়ে তাই ছিটমহলের মানুষকে পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করতে হয় ও তাদের মন যুগীয়ে চলতে হয়। ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসী আব্দার হোসেন Golam Rabbani (2006) কে বলেন-

> "আমাদের এখানে কোন সরকারই কাজ করে না। বাংলাদেশের কোন সরকারী কর্মকর্তা এখানে পা দেয়নি। তারা হয়তো বলতে পারে এটা ভারতীয় এলাকা ও আমরা সবাই ভারতীয়। কিন্তু দুঃখের কথা হলো ভারত থেকেও কেউ আমাদের দেখতে আসেনি। আমরা ভারতে যেতে পারি না আমাদের সব কাজ বাংলাদেশেই করতে হয়।"[৫]

এই কথাগুলোই আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে নাগরিকত্বের যে প্রচলিত ধারণা তা দিয়ে ছিটমহলবাসীকে বোঝা যাবে না। নাগরিকত্বের ধারণা উল্টো এই মানুষগুলোকে পরিচয়গত সংকটে ফেলেছে। ছিটমহলের অধিবাসীরা দেখতে পাচ্ছে তার পাশের সব মানুষ যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সে তারা তা পাচ্ছে না। তাই রাষ্ট্রীয় পরিচয় দিয়ে যে নাগরিকত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে তা ছিটমহলের মানুষের জন্য উল্টো বিপদই বয়ে নিয়ে এসেছে। ছিটমহলবাসীর জীবনকে বুঝতে হলে তাই আমাদের নাগরিকত্বের ধারণাকে রাষ্ট্রের ধারণার বাইরে নিয়ে আরো প্রসারিত করে বোঝা প্রয়োজন ।

John Geventa (2002) তার "Exploting Citizenship participation and Accountability" নামক প্রবন্ধে বলেন, নাগরিক হিসাবে মানুষ নিজেকে কিভাবে বুঝবে ও অন্যরা তাকে কিভাবে বোঝে এর উপর নির্ভর করে সে তার নাগরিকত্বের অধিকারকে কিভাবে দাবী করবে। অন্যদিকে Naila Kabeer (2002) দেখিয়েছেন যে নাগরিকত্বের ধারণাটাই সমস্যায়িত। পশ্চিমে ব্যক্তিক অধিকারের কথা মাথায় রেখে নাগরিকত্বের ধারণা তৈরি হয়েছিল কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের মত উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে যখন নাগরিকত্বের ধারণা তৈরি হয় তখন উপনিবেশিক শাসকরা ব্যক্তিক অধিকারের কথা চিন্তা করেনি। তাই পূর্ব থেকে বিরাজমান জ্ঞাতি সম্পর্ক, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ইত্যাদির পরিচয়ই গুরুত্বপূর্ণভাবে থেকে গেছে। আর তাই জাতি রাষ্ট্রের এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী থেকে

ব্যক্তিকে আলাদা করতে পারেনি। তাই নাগরিকত্বের ধারণা এখানে অকার্যকর হয়ে রয়ে গেছে। ছিটমহলের অধিবাসীদের জীবন Naila Kabeer (2002) এর ধারণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। ছিটমহলের অধিবাসীদের জীবন প্রক্রিয়া আমাদের দেখায় যে নাগরিকত্বের ধারণা তাদের জীবনকে অসহায় করে ফেলেছে। এরপরও তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ভারতীয় বা বাংলাদেশী নাগরিকত্বের ধারণা পরিচয়কে আড়াল করে নিজেদের জ্ঞাতি সম্পর্ক, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ইত্যাদির পরিচয়কেই সামনে তুলে ধরে। আর তাই ছিটমহলবাসীর প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের ধারণা অকার্যকর হয়ে দাড়ায়। তাই ছিটমহলের অধিবাসীদেরদের নাগরিকত্বকে বুঝতে হলে তার জীবন প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে। তার পরিচয়গত সংকটকে বুঝতে হবে। আর এই সংকট নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা এই অধিবাসীদের জীবন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় পরিচিতিকে ছেদ করে। এটি দেখায় যে স্থান ও সময়ভেদে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর তার নাগরিকত্বের প্রশ্ন বিদ্যমান (Isin and wood, 1999)।

ছিটমহলের অধিবাসীদের নাগরিকত্বের বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে Van schandel (2002) দেখেন যে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলের মানুষের সামনে ৩টি পরিচয় আসছে। প্রথম পরিচয় নাগরিক। তারা যে দেশের নাগরিক, সে অর্থে তার এই পরিচয়। তিনি দেখান যে তার আইনতঃ দেশের কোন পুলিশ বা ভোটার তালিকা তৈরির কোন লোকজন সেখানে গেলে ছিটমহল অধিবাসীর এই পরিচয় সামনে আসে। আবার নিজের দেশের স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ জানাতে বা জমি রেজিষ্ট্রি করতে গেলে এই পরিচিতি সামনে আসে। সেন্দেল দেখান যে এই পরিচয় তৈরির পেছনে একটি বাধা হিসাবে কাজ করছে তাদের দ্বিতীয় পরিচয়ের বিষয়টি। আর তা হচ্ছে 'প্রক্সি-নাগরিক'। 'প্রক্সি-নাগরিক' বলতে ধর্মীয় নাগরিকত্বকে বোঝানো হচ্ছে। ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়ায় এই দু দেশের ভিতরে যে সব ছিটমহল রয়েছে সেখানে ধর্মীয় পরিচিতি গুরুত্ব পায়। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের হিন্দুরা ভারতের নাগরিক নয়, কিন্তু প্রক্সি-নাগরিক আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলের মুসলমানরা বাংলাদেশের 'প্রক্সি-নাগরিক'। সেন্দেল দেখান যে বিভিন্ন সহিংসতা ও দ্বন্দ্বের সময় এই প্রক্সি-নাগরিকের পরিচয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সংকট কেটে গেলে এর গুরুত্ব আর থাকে না। সেন্দেলের মতে সময়ের সাথে সাথে বেঁচে থাকার তাগিদে সেখানে একটি পরিচয় গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে 'ছিটমহলের বাসিন্দা"। রাষ্ট্রহীন থাকার কারণে তারা ভারতীয় বা বাংলাদেশী পরিচয় না নিয়ে তৃতীয় এই পরিচয়টি ব্যবহার করতে পারে। তারা নিজেদের মধ্যে সংগঠন ও জমি রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করতো। কিন্তু এই পরিচয় কোন ভাবেই জাতীয়তাবাদী কোন পরিচয়ে রূপ নিত না। এটা তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ছিটমহলে এই পরিচিতির গতিপথ ছিল স্বতন্ত্র। Schendel (2002) এর তৃতীয় পরিচিতিটি নিয়ে ভাববার সুযোগ আছে। রাষ্ট্রহীনতা সেখানে রয়েছে। তবে তা তখনই সামনে আসে যখন রাষ্ট্রীয় আইন ও সুযোগ-

সুবিধার প্রশ্ন আসে। এই বিষয়টি ছাড়া এই মানুষগুলোকে আলাদা করা যায় না। তাছাড়া 'ছিটমহলবাসী' বলতে তিনি যে স্বতন্ত্র পরিচয়ের কথা বলেছেন তার অস্তিত্ব এখন আর নেই। কারন ছিটে থাকা অধিকাংশ মানুষই ছিটমহলের বাইরে থেকে থাকতে এসেছে। ছিটমহলের বাইরে তাদের আত্মীয়ও আছে। রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের ধারণা সেখানে অবশ্যই রয়েছে, আর রয়েছে বলেই ছিটমহলের অধিবাসীদের এত সমস্যায় পরতে হচ্ছে। রাষ্ট্র তার আইন দিয়ে ঐ মানুষদেরকে রাষ্ট্রের বাইরের জনগণ হিসেবে ঘোষনা করে। তাই নাগরিকত্বের ধারণা দিয়ে ছিটমহলের মানুষকে বোঝা সমস্যাজনক হয়ে পরে।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন

জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। সাধারণত জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও জাতির সাথে যুক্ত কিছু চেতনাকে (Gellner, 2005)। এটি দ্বারা একটি এথনিক গ্রুপের নিজ ভূমির মুভমেন্টকেও বোঝায়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় জাতি মানেই তার সাথে রাষ্ট্র থাকতে হবে। অন্যদিকে প্রচলিত ভাবনায় রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক মানুষ যখন একই ভাষা, পোশাক, বিশ্বাসকে চর্চা করে তখনই তাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত ভাবনায় জাতীয়তাবাদের সাথে রাষ্ট্রের ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের এই ধারণার সমালোচনা করেন Ernest Gellner (2005)। তিনি দেখান যে জাতীয়তাবাদের সাথে রাষ্ট্র থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। জাতীয়তাবাদের সাথে সংস্কৃতি যুক্ত। বহু মানুষ যখন একই ভাষা, পোশাক, আচরণ, মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে লালন করে এর মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে। তার মতে একটি রাষ্ট্র, একটি জাতি এই ধারণা ভ্রান্তিকর। তবে তার মতে রাষ্ট্রীয় সীমানা অনেক মানুষকে একই ভাবনায় নিয়ে আসতে সহায়তা করে। তিনি দেখান যে উঁচু সংস্কৃতির লোকেরা যে জাতীয়তাবাদের চর্চা করে তা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। যার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এবার আমরা আসি ছিটমহলের কথায়। রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্রগুলো তৈরি হয় ধরে নেয়া হয় সেখানে সীমানা হবে ভৌগলিকভাবে সুচিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এখানে তা হয়নি। বাংলাকে ভাগ করে দুটি রাষ্ট্রে ফেললেও বাংলার মানুষের সংস্কৃতি তো আর ভাগ হয়নি। আর তাই এই সংস্কৃতিকে ঘিরে বাঙ্গালির যে জাতিগত পরিচিতি তাও ভাগ হয়নি। তাহলে রাষ্ট্রের ধারণা কিভাবে জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করলো? রাষ্ট্র এখানে কাজ করছে আইনগত বাধা হিসাবে। জাতিগত পরিচিতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এখানে ভূমিকা রাখতে পারে না। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে ছিটমহল। ছিটমহলের অধিবাসীরা আইনতঃ যে দেশ সে দেশের পরিচিতি দ্বারা পরিচিত হচ্ছে অথচ শিক্ষা গ্রহণ করছে পার্শ্ববর্তী দেশে। এতে কিন্তু তার জাতিগত পরিচিতির পরিবর্তন হচ্ছে না। সে ভারতে থাকলেও বাঙ্গালি, বাংলাদেশে থাকলেও বাঙ্গালিই থাকছে। তাহলে আমাদের মনে হতে পারে ছিটমহলে তো কোন সমস্যাই নেই। সমস্যা হয় এই কারণে যে,

রাষ্ট্রীয় পরিচয়কেই আইনগতভাবে মানুষের পরিচিতি হিসাবে দেখানো হয়। একই সাথে শহরের উচ্চ সংস্কৃতির লোকেরা ঐ রাষ্ট্রীয় পরিচিতিকে ধরে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেয়। এজন্য দেখা যায় ছিটমহলের অধিবাসীরা বলে "*কেবল আইনের চোখেই আমরা ভারতীয়*"। এই কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে ছিটমহলের অধিবাসীরা ছিটমহলের বাইরের মানুষের মতই পোশাক, ভাষা, মতাদর্শ লালন করে কিন্তু আইনের মাধ্যমে তাদের আলাদা করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ছিটমহলের অধিবাসীদের এই ধারণায়ন আমাদের বলে দিচ্ছে জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের ধারণার বাইরে দেখা উচিত। নৃবিজ্ঞান সংস্কৃতি দিয়ে মানুষকে যেভাবে বুঝতে চায় একই ভাবে ছিটমহলেবাসীর এই ধারণায়ন আমাদেরকে সংস্কৃতির মধ্যে কিভাবে জাতীয়তাবাদ গ্রন্থিত থাকে তা নিয়ে গবেষণা করার নতুন দ্বার উন্মোচন করে দেয়।

Ennest Gellner (2005) শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ ছড়ানোর যে কথা বলেছেন তা ছিটমহলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। ছিটমহলের শিশু স্কুল গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে শিখে, কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে শুনতে হয় সে বাংলাদেশের নয়। তাহলে তার মধ্যে সেই চেতনা কিভাবে তৈরি হবে? Benedict Anderson (1991) আবার জাতীয়তাবাদের আলোচনায় জাতি বলতে বুঝিয়েছেন কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে। তিনি দেখান মুদ্রণ পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। যার ফলে একটি স্থনের সকল মানুষ নিজেকে এক ভাবতে পেরেছে। এখন প্রশ্ন আসে ছিটমহলের মানুষ কি কল্পনা করবে? ভারতীয় বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দুটো থেকে সে বিচ্ছিন্ন। মূল ভূখন্ডে কি কল্পনা হচ্ছে তা সে জানে না। তার চারপাশে যে কল্পনা আসে সে কল্পনার সাথে এক হতে বাধা দেয় রাষ্ট্রীয় পরিচিতি। এই পরিচিতিই তাকে মনে করিয়ে দেয় তুমি সেই কল্পনার মধ্যে পরো না। তাহলে ছিটমহলের অধিবাসীরা কি কল্পনাহীন তথা জাতিহীন মানুষ? অবশ্যই না। তারা অবশ্যই জাতি ধারণার মধ্যে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে আমাদের জাতির ধারণাকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বাইরে সংস্কৃতিক সম্প্রদায় হিসাবেও ভাবতে হবে। বহু মানুষ একসাথে থাকার কারণে তাদের আচার, প্রথা, মূল্যবোধের মাধ্যমে যে সংস্কৃতিক পরিচিতি তৈরি হয় তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা ছিটমহলের মতো প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী ধারণাসমূহ অকার্যকর হিসেবে রয়ে যাবে।

উপনিবেশোত্তর জাতি-রাষ্ট্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া ও স্থান কেন্দ্রিক পরিচয়ের প্রশ্ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় জাতি রাষ্ট্রের ধারণা পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী হতে থাকে। এই সময় উপনিবেশগুলো ভেঙ্গে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। এই সময় থেকেই 'উত্তর ঔপনিবেশিক'[৬] রাষ্ট্রসমূহে গোষ্ঠী, পরিবার ও সম্প্রদায়ের পরিচয় গৌণ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে যে কোন মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হতে থাকে রাষ্ট্র, অঞ্চল ও নাগরিকত্বের ভিত্তিতে। জাতি রাষ্ট্রের এই ধারণায় ভাবা হয় জাতি-রাষ্ট্রের মানচিত্রে মানুষকে নির্দিষ্ট করা যায়। এর মাধ্যমে স্থানিকতার একটি পরিচয় নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের

ধারণায় যে অংশগুলোর উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলোকেও রাষ্ট্রের অংশ মনে করা হয়। ঐ নিয়ন্ত্রণে না থাকা এলাকার মানুষগুলোও রাষ্ট্রের পরিচয়ে পরিচিত হয়।

স্থানকেন্দ্রিক পরিচয়ের এই ধারণার মূলে রয়েছে Homeland বা নিজ বাসভূমির ধারণা[৭]। কিন্তু ছিটমহলের মানুষ কোনটাকে তার হোমল্যান্ড বলবে? আইনতঃ সে যে দেশের সেই দেশ তাকে পরিত্যক্ত করেছে, সে দেশের কোন মতাদর্শই সে গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের ভিতরে কোন ভারতীয় ছিটমহলের মানুষ কোনভাবেই নিজেকে ভারতীয় ভাবতে পারে না। এটা ভাবা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। অথচ আইনতঃ সে ভারতীয় ভূমিতে থাকছে। অর্থাৎ তার নিজ ভূমি ঐ স্থানটিতে নয়। তবে প্রশ্ন আসে কোনটি তার নিজ ভূমি? স্থান ও পরিচয়ের এই যে টানাপোড়েন এটা ধরা পরে ছিটমহলবাসীদের নানা কথায়। ভোটবাড়ী ছিটমহলের রতন হোসেন বলেন *"আমরা সবাই বাংলাদেশী শুধু থাকি ভারতীয় জমিতে"*। অর্থাৎ ছিটমহলের মানুষ নিজ পরিচয়কে কোনভাবেই স্থানের সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছে না। কিন্তু প্রচলিত ধারণায়নে স্থানকে ব্যক্তির পরিচয়ের সাথে এমন ভাবে যুক্ত করা হয়, যেন মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। Malkki (1997) দেখান যে স্থানকে ২ ভাবে স্বাভাবিককরণ করা হয়। প্রথমতঃ এথনোলেজিতে যে বর্ণনা নিয়ে আসা হয় (আফ্রিকার !Kung bushman, ব্রাজিলের Yanamamo ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সাথে অঞ্চলকে স্বাভাবিক করা হয়। ছোট বাচ্চাদের শেখানো হয় বাংলাদেশ এখানে, ভারত ওখানে। এই ধারণা মানুষ ও স্থানকে অনড় হিসাবে ভাবায়। কিন্তু স্থান এত অনড় নয়, এটা অনেক অনিশ্চিত (Gupta and Ferguson, 1997:40)। ছিটমহলের মানুষ আইনতঃ যে দেশে থাকছে সে সেই দেশের মতাদর্শ গ্রহণ করে না। তারা থাকছে এক স্থানে অথচ পরিচিত হচ্ছে অন্য এক স্থানের সাথে। ছিটমহলের মানুষ শিক্ষা গ্রহন করে অন্য একটি দেশে গিয়ে। তাই ছিটমহলবাসীর প্রেক্ষাপটে স্থানকে কেন্দ্র করে যে পরিচিতির ধারণা তৈরি হয়েছে তা আর টিকছে না।

স্থানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির পরিচিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তার মূল কারণ উপনিবেশিক ধারণাকাঠামোর মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের পরিচিতিকে বুঝতে চাওয়া। Ranajit guha (1994) দেখিয়েছেন যে পশ্চিমা রাষ্ট্র ও উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্র সমূহ গুনগতভাবে পৃথক। পশ্চিমা রাষ্ট্র তার জনগণের মধ্যে হেজেমনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল কিন্তু উপনিবেশিক-উত্তর রাষ্ট্রে যে শিক্ষিত শ্রেণি রয়েছে তাদের সংখ্যা কম ও তারা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এজন্য তারা ভারতীয় মানুষদের চিন্তাকে ধারণ না করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চিন্তাকে ধারণ করে। এ অঞ্চলে তাই জাতি রাষ্ট্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া ছিল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর দ্বি-জাতি তত্ত্ব[৮] গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে। মিঃ জিন্নাহ দাবি করেন যে- "ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা ২টি পৃথক জাতি। ভারতের মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি, তাই তাদের প্রয়োজন একটি পৃথক আবাস ভূমি বা রাষ্ট্রের" (জালালউদ্দিন আহমেদ, ১৯৯১) । কিন্তু বাংলা অঞ্চলে দেখা যায় দেশভাগের পরও মানুষ নিয়মিত সীমানা পার হচ্ছে। এমনকি এটিও দেখা যায় যে কারো বাড়ী ভারতে কিন্তু সে বাংলাদেশে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান)

এসে কাজ করছে। ১৯৫২ সালে পাসর্পোট ভিসা আইন করার পর অনেকে বুঝতে পারে যে এখানে সীমানা রয়েছে (Schendel, 2002) । এর কারণ এখানকার মানুষ নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় থেকে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দেয় (Kabeer 2002, Kandiyoti 1998)। ঠিক একই কারণে ছিটমহলের মানুষকে তার পরিচিতি নিয়েও ভাবতে হয়নি। কিন্তু পশ্চিমা জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা পাকাপোক্ত হওয়ার সাথে সাথে ছিটমহলের মানুষ নিজেকে জাতি-রাষ্ট্রহীন হিসাবে খুঁজে পায়।

তাই দেখা যাচ্ছে যে স্থানকে কেন্দ্র করে মানুষের পরিচয়ের যে ধারণা উপনিবেশ-উত্তর সময়ে তৈরি হয়েছে তা দিয়ে ছিটমহলের অধিবাসীদের পরিচিতিকে বোঝা যায় না। ছিটমহলবাসীর পরিচিতিকে বুঝতে হলে আমাদের তাই, স্থান ও পরিচিতি -এই দু'টি বিষয়কে একত্রে না মিলিয়ে আলাদা করে দেখতে হবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো - '*জমিটা ভারতের কিন্তু মানুষরা বাংলাদেশের*' - এই কথার মাধ্যমে ছিটমহলের মানুষ তার পরিচিতিকে কিভাবে স্থান থেকে আলাদা করতে চাইছে।

উপসংহার

স্থানকেন্দ্রিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা ছিটমহলের অধিবাসীদের পরিচিতিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। জাতি-রাষ্ট্রের এই ধারণাসমূহ মানুষের পরিচিতিকে কেবল রাষ্ট্রীয় ধারণা কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। যেখানে বলা হয় রাষ্ট্রের কিছু এলাকা অন্য রাষ্ট্রের ভিতর ঘটনাবশত পড়ে গেছে। দেখার বিষয় যে ছিটমহলের এই পরিস্থিতির জন্য ঐ মানুষগুলো কোন ভাবে দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে জাতি-রাষ্ট্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া। এই জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা ঐ মানুষগুলোর একটা পরিচিতি তৈরি করেছে কিন্তু ঐ পরিচিতির প্রয়োগ করতে পারেনি। আবার ঐ অপ্রয়োজনীয় পরিচিতি ছিটমহলের মানুষকে তার পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষদের থেকে পৃথক করে ফেলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ছিটমহলের মানুষের পরিচিতিকে কোনভাবেই স্থান বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করা যায় না। স্থানকে কেন্দ্র করে যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা আমরা এতদিন বিবেচনা করে এসেছি তার জন্য একটি সংকট তৈরি করে ছিটমহলের বাস্তবতা। আমার মতে, ছিটমহলের ইস্যুটি সংকটের চেয়ে আমাদের কাছে নতুন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে জাতি-রাষ্ট্রের একাডেমিক আলোচনা নিয়ে নতুন করে ভাববার। স্থানকে কেন্দ্র করে যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা সমূহ তৈরি হয়েছে তার থেকে সরে এসে জাতি-রাষ্ট্রের আলোচনাকে আরো বিস্তৃত করার নতুন সুযোগ করে দেয় এই ছিটমহল ইস্যু।

টীকা

১. এই প্রবন্ধটি আমার ৪র্থ বর্ষের গবেষণা কর্মের আলোকে লিখিত। গবেষণা পত্রের মূল শিরো নাম ছিলো 'ছিটমহলের জীবন,পরিচয়গত সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ-ভারত'। এর মূল প্রতিপাদ্য ছিলো ছিটমহলের মানুষের পরিচয়গত সংকটকে বোঝা ও এই সংকট কিভাবে তাদের সাম্প্রদায়িকতার পরিচয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে বোঝা। গবেষনাকর্মটির মাঠকর্ম

হিসাবে আমি লালমনির হাট জেলার পাটগ্রামের বিভিন্ন ভারতীয় ছিটমহলের উপর গবেষণা করেছি। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এম হাসান আশারাফ, প্রভাষক নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাবি। তাই এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে লেখার বক্তব্য উপস্থাপনে সীমাবদ্ধতার দায়ভার পুরোটাই আমার।

২. বিস্তারিত দেখুন বাংলাপিডিয়া।

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছিটমহল রয়েছে। তবে ভারত- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরে। এখানে এটি যতটা না ভৌগলিক বা প্রশাসনিক সমস্যা তার চেয়ে বেশী ব্যক্তির পরিচিতিগত সমস্যা হিসাবে ধরা দেয়। বাংলাদেশের পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম জেলা ও ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে এরকম ২১৮টি ছিটমহল রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ছিটমহল রয়েছে ৯৫টি অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল রয়েছে ১২৩টি। এই সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত উপরোক্ত সংখ্যাগুলোই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

৪. ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেন্দেলের মাঠকর্মে ভারতীয় ছিটমহল ঢালা খাগরাবাড়ীর এক অধিবাসী সেন্দেলকে এই কথাটি বলেন।

৫. গোলাম রাব্বানী (২০০৬) এর নেয়া কেইসটিকে আমি এখানে অনুবাদ করি।

৬. উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা (এডওয়ার্ড সাঈদ, হোমি ভাবা, গায়ত্রি চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে)। তাদের মতে যে ক্ষমতার সম্পর্ক উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিতের মধ্যে ছিল, বর্তমান সময়েও ঐ সম্পর্কই কাজ করছে। তাই যে সকল দেশ ঐ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলো তাদেরকে উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলাই উচিত। বিস্তারিত দেখুন Edward Said, *Orientalism*(1978); Gayatri Spivak, *Merginality in the teaching machine: Outside the teaching machine*(1993); Homi Bhabha, *Location of Culture* (1984).

৭. Homeland বা নিজ বাসভূমির ধারণা দিয়ে ব্যক্তির স্থানকে কেন্দ্র করে যে যুক্ততাকে বোঝায়। প্রথম দিকে Homeland ধারণা দিয়ে কেবল রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের যুক্ততাকে বোঝানো হতো। কিন্তু অভিবাসী ও ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা দেখায় যে একটি স্থানে শারীরিক ভাবে না থেকেও ঐ স্থানটি তার Homeland হোমল্যান্ড হতে পারে। Transnationalism এর ধারণা আবার দেখায় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় একই সাথে একাধিক স্থানে Homeland হতে পারে। Edward said (1979) আবার রিফুইজি, স্থানচ্যুত মানুষের কথা তুলে ধরে দেখান এই মানুষদের ক্ষেত্রে Homeland বলতে কিছু থাকছে না। কিন্তু এই ধারণাগুলোর কোনটাই ছিটমহলের অধিবাসীদের প্রেক্ষাপটের সাথে মিলে না। ছিটমহলের শিশুর যেমন Homeland বলতে কিছু থাকছে না তেমনি আবার ঐ Homeland ধারণাই তাদের জন্য পরিচয়গত সংকট তৈরি করছে। Homeland সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://en.wikipedia.org/wiki/Homeland। ডায়াসপোরা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন Rogers Brubakar (2005)' The Diaspora' Diaspora in Ethnic and recial studies, vol-28,no-1। Transnationalism সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Ruba salih, Bruno ricco, Ralph grillo (2000) Here and there?-contrasting exreriences of Transnationalism: Moroccans and Senegalise in Italy। সাঈদের আলোচনাটি দেখুন Edward said (1979) *The Question of Palestine,* Times Books.

৮. ১৯৪০ এর দিকে মুসলীমলীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য ২টি পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেন যা দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন Jamiluddin Ahmed (1991) eds—"Some Speeches and Writings of Mr Jinnah"

তথ্যপঞ্জী

আহমদ, সালাহউদ্দিন ও অন্যান্য ১৯৯৭ (সম্পাদিত)–বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৮, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সেন্ডেল, ভেলেম ভ্যান (২০০২) ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল, গাউসুর রহমান পিয়াস অনুবাদিত, প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা ২০০৪, প্রথম আলো

Ahmed, J. 1991. Eds. *Some Speeches and Writings of Mr. Jinnah,* Dhaka: Dhaka press

Anderson, B. 1991 *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London: Verso

Chakrabarti, Dilip Kumar. 1997. *Colonial Indology: Socio-Politics of the Ancient Indian Past,* New Delhi: Munshiram Manoharlal Pub. Pvt. Ltd

Edward said 1979 *The Question of Palestine,* Times Books

Gayatri Chakrabarty Spivak. 1993. *Merginality in the teaching machine: Outside the Teaching Machine*, London: Routledge

Gellner, Ernest. 1983 *Nations and Nationalism.* Oxford: Blackwell

Guha, R. 1994. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India. In R. Guha, ed., *Subaltern Studies*, Delhi: Oxford University Press, Vol. I pp.1-8

Guha, Ranajit. 1996. Small Voices of History. In Shahid Amin and Dipesh Chakrabarty (eds.) *Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society,* Delhi: Oxford University Press

Guha, Ranajit. 1997. *Dominance without Hegemony: History and Power in colonial India,* Harvard:Harvard University press

Gupta A and ferguson J. 1997. *Beyond "Culture": Space, Identity and Politics of Difference,* Duke University press

Kabeer, Naila 2002. Citizenship, Affiliation and Exclusion: Perspectives from the South, *IDS Bulletin Vol-33 no-2*, University of Sussex

Kandiyoti, D. 1998 Rethinking the patriarchal bargain. In C. Jackson and R. Pearson eds., *Feminist vision of development*, Routledge: London

Karan, Pradyumna P. 1966. The India-Pakistan Enclave Problem. *Journal of Professional Geographer, 18(January)*

Krishna, Sankaran. 1996. Cartographic Anxiety: Mapping the Body Politic in India. In Michael J. Shapiro and Hayward R. Alker ed.*Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities*, Minneapolis: University of Minnesota Press

Oldman, David. 1994. Childhood as a Mode of Production. pp 153-166. In B. Mayall (ed) *Children's Childhoods Observed and Experienced*. London: Falmer Press

Rabbani, M.G 2006. Theoretical Perspectives, Stateless in south Asia: Living in the Bangladesh-India Enclaves. *Journal of Social Sciences and Arts, Vol-12 & 13*, University of Dhaka 1000

Said, Edward W. 2000 Invention, Memory and Place, In *Critical Inquiry*, Vol. 26, No. 2, pp. 175-192, the University of Chicago Press

Said, Edward. 1978 *Orientalism*, Rutledge, London

Salih, Ruba; Ricco, Bruno, Grillo, Ralph. 2000. *Here and there?-contrasting exreriences of Transnationalism: Moroccans and Senegalise in Italy*. London : Routledge

Schendel, Willem van. 2002. Stateless in South Asia: the Making of the India-Bangladesh Enclaves. *Journal of Asian Studies*, 61(1), pp.115-147

Schendel, Willem van. 2006. Working through partition: Making a Living in the Bengali Borderlands. *International Review of Social History,* 46, 2001, pp.393-421